পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

শস্য গোলা ঋণ নীতিমালা

১ । প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা ঃ

কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এ দেশে প্রাচীনকাল থেকে কৃষক এবং কৃষিনির্ভর পরিবারে বাৎসরিক খাদ্য শস্য গোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বর্তমানেও কিছু আছে। শিল্প ও সেবা সেক্টরে জনবল চাহিদার প্রয়োজনে কৃষি সেক্টর থেকে জনবল যেমনি কমছে, তেমনি কৃষি উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার। বাড়িত ধান বাড়িতেই ঢেকিতে ভেঙ্গে চাল করার প্রথা রহিত হয়ে গেছে। প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের ছোট ছোট চাল কল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময়কালে এ দেশে চাল উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি টন। কৃষি শিল্পায়ন, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে কৃষি জমি অনেক কমে যাবার পরেও এখন খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। বাজারে খাদ্য শস্যের সরবরাহ যথাযথ মূল্যে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী গুদাম আছে অনেক এবং এগুলোর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২২ লক্ষ টন। কৃষক পর্যায়ে ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক সরাসরি ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সরকারী পর্যায়ে খাদ্য শস্যসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এবং বিপণনের এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষক সরাসরি সরকারী খাদ্য গুদামে ধান চাল বিক্রয় করতে পারেন না। মধ্যসত্বভোগীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে মোটা অংশ নিয়ে যায়। সরকারী খাদ্য গুদামে বর্তমানে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে বোরো মৌসুমে প্রায় ১০ লক্ষ টন এবং বাকী অর্ধেকের অধিকাংশ আমন মৌসুমে সংগ্রহ করা হয়। সরকারী খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে ১০৬৫টি বৃহৎ অটো চাল কল, ২৪৮২টি মাঝারী চাল কল এবং ১৭০৮৬ রাবার পলিশবিহীন ছোট চাল কলের সাথে চুক্তি আছে। কৃষকের কাছ থেকে চাল ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী খাদ্য গুদামে এসব চাল কলের মাধ্যমেই চাল সংগ্রহ করা হয়।

পল্লী অঞ্চলে কৃষিনির্ভর যেসব পরিবার পূর্বে কৃষি শ্রমিকদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতেন, তারা এখন উৎপাদনে নেই। ফসল উৎপাদন করে বর্গাচাষী বা বন্ধকী চাষী হিসেবে একটু দরিদ্র শ্রেণির কৃষক। পুজির স্বল্পতার জন্য তাদের ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক গ্রহণ ও ফসল উৎপাদন করতে হয়। তাছাড়া, বোরো ধান উৎপাদনে সেচ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের কারণে খরচ একটু বেশী। তাই ধান ওঠার সাথে সাথে তাদের ফসল বিক্রয় করে ঋণ শোধ করতে হয়। তাছাড়া, কৃষিনির্ভর নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার যেহেতু কৃষি পেশায় নেই। তাই পূর্বে ধান সংরক্ষণের জন্য প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধানের গোলায় ধান সংরক্ষণ ব্যবস্থাটিও কমে গেছে দৃশ্যমানভাবে। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অর্থের অভাবের কারণে ধান সংরক্ষণের সুযোগ ঘটেনা।

সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল বিক্রয় করতে হলে কিছু মানমাত্রা উত্তরণের প্রয়োজন হয়। যেমন আদ্রতা ১৪% এর কম থাকতে হবে, চিটা ধান ০.৫% এর কম থাকতে হবে, চালের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ আদ্রতার পাশাপাশি ভাঙ্গা চাল বা মরা চাল .২৫% এর কম থাকতে হবে ইত্যাদি। কৃষক তার অল্প পরিমাণ ধান চাল নিয়ে খাদ্য গুদামে গেলে এ মানমাত্রা অতিক্রম তার জন্য সহজ হয়না বিধায় মধ্যসত্বভোগীর পাতানোজালে তাতে ধরা দিতেই হয়। বর্তমান বছরে এখন বোরো উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু বাজারে ধানের দাম কেজি প্রতি প্রায় ১২ টাকা। সরকার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ধানের দাম নির্ধারণ করেছে ২৬ টাকা। কাজেই বাজার ও সরকারী মূল্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় সরকারী গুদামে ধান বিক্রয়ের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষককে একটা অঘোষিত যুদ্ধে নামতে হয়। আর এ সুযোগে হাজির হয় মধ্যসত্বভোগী। সরকারী খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহ করার নীতিমালায় কৃষক কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র বা যেসব প্রমাণ কৃষকের জন্য প্রয়োজন, তা এ মধ্যসত্বভোগীরাই সংগ্রহ করে সুবিধার বৃহৎ অংশ নিয়ে নেয় এবং কিছু সুবিধা সংশ্লিষ্ট কৃষককে দেয়। এতে কিছু কৃষক যে পরিমাণ সুবিধা পায় তার দ্বিগুণ সুবিধা কয়েক ধাপের মধ্যসত্বভোগীর কপালে জোটে। আর অধিকাংশ কৃষক এ সুবিধার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

এ সমস্যা নিরসনে কৃষক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়েভাবে গোলায় সংরক্ষণ করার কৌশল জনপ্রিয় করা যেতে পারে। কৃষক যেহেতু কৃষির উপকরণ ক্রয় ও জমি বন্ধক গ্রহণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন, তাই ধান উঠার সাথে সাথে ফসল কম মূল্যে বিক্রয় না করে তা পরিবার ও সমিতি পর্যায়ে সংরক্ষণের পুরোনো পদ্ধতি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন কৃষক যে পরিমাণ ধান বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির মাধ্যমে সে ধান কৃষকের গৃহে সমিতির জিম্মায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সংরক্ষণ করতে পারেন। পরে সময়ন্তরে যথাযথমূল্যে সমিতির সম্মতি ও সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি ধান বিক্রয় করে ঋণ শোধ করতে পারেন। প্রাথমিক পর্যাযে পাইলটিং আকারে এ কার্যক্রমটি বর্তমান বোরোধান বিক্রয় মৌসুমে গ্রহণ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে এ বিষয়ক অভিজ্ঞতার আলোকে বৃহত্তর

কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এতে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাবেন, মধ্যসত্বভোগীর ভূমিকার দৌরাত্ব কমবে এবং পরবর্তী বছরে কৃষক ধান চাষে আরও আগ্রহী ও বিনিয়োগ করতে পারবেন। সে প্রেক্ষাপটে পাইলটিং আকারে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন ও জারী করা হলো ঃ

২। নীতিমালার নাম ঃ সমাজভিত্তিক শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা।

৩। সংজ্ঞা ঃ

ক. শস্য বলতে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান, চাল, ডাল, সরিষা এবং দানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা সম্ভব তাই বুঝাবে।

খ. গোলা বলতে কৃষকের নিজ গৃহের মধ্যে বা গৃহের আঙ্গিনায় বাঁশ, হোগলা, নল বা অনুরূপ জাতীয় বস্তু দ্বারা নির্মিত খাদ্য শস্য সংরক্ষণের কাঠামো/আধার বুঝাবে।

গ. সমিতি বলতে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি বা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি।

ঘ. সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বলতে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি বা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বুঝাবে।

৪। নীতিমালা প্রয়োগক্ষেত্র ঃ

এ নীতিমালার আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার কোন সমিতির সদস্য সংশ্লিষ্ট সমিতির মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্ধারিত শাখা থেকে শষ্যের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য সদস্য নির্ধারিত ফরমে (ছক-১) সমিতির সম্মতিতে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট আবেদন দাখিল করবেন।

৫। ঋণের পরিমাণ ঃ

ক) কোন সদস্য সর্বোচ্চ ৫০ মন ধানের মূল্য সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র। খাদ্য শস্য নিজের গৃহে বা গোলায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমিতির জিম্মায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

খ) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে উক্ত ঋণ পরিশোধ না করে দ্বিতীয় মেয়াদে ঋণ না প্রদানের শর্ত শস্য গোলা ঋণ নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৬। ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

সংশ্লিষ্ট সমিতি বাজার দর যাঁচাই করে ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করে নির্ধারিত ছকে সুপারিশ করবে। শাখা ব্যবস্থাপক মাঠ সহকারী/জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এর মাধ্যমে ৩ দিনের মধ্যে যাঁচাই করে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত শস্যের বাজার মূল্যের ৮০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

৭। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা ঃ শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর করবেন। তবে বিতরণকৃত ঋণ এবং বন্ধকীকৃত শস্যের তথ্য সম্বলিত তিনি নিয়মিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সরবরাহ করে অবহিত রাখবেন।

৮। মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণঃ মঞ্জুরীকৃত ঋণ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৯। মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ চাঁদা প্রদান ঃ এ ঋণের ক্ষেত্রেও মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ ১% হারে চাঁদা প্রদান করতে হবে।

১০। ঋণের বিপরীতে জামানত ও মজুদ পরিদর্শন ঃ

ক. শস্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট সদস্যের গোলায় থাকবে, কাজেই আবেদনকারী সদস্য নিজ জিম্মায় খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন বিধায় ব্যক্তিগতভাবে জিম্মাদার হবেন।

খ. একইসঙ্গে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ঋণ প্রদানে সুপারিশ করবে বিধায় সমিতি এ কার্যক্রমের সুপারিশকারী ও তদারককারীর ভূমিকা পালন করবে বিধায় সমিতি ও পাশাপাশি সামষ্টিক দায় বহন করবে।

মোঃ ইসমাইল মিয়া

গ. ঋণের আবেদন মঞ্জুর হলে ঋণ প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতা অস্থায়ী সম্পদ বন্ধক রাখা (হাইপফিকেশন) সম্পর্কিত নির্ধারিত (ছক-খ) ফরমে স্বাক্ষর করবেন এবং সমিতির পক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে ১ জন সদস্যসহ মোট ৩ জন সদস্য নিশ্চয়তা প্রদান সম্পর্কিত অংশে স্বাক্ষর করবেন।

ঘ. সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি মাঠ সহকারী/জুনিয়র অফিসার (ফিল্ড) এবং শাখা ব্যবস্থাপক সমিতি পরিদর্শনকালে বন্ধকীকৃত শস্য মজুদ পরিদর্শন করবেন।

১১। খাদ্য শস্য সংরক্ষণ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী নিজ গৃহে ও জিম্মায় বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন বিধায় বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য যথাযথ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

খ. প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বা অন্য কোন কারণে খাদ্য শস্যের কোন ক্ষতি হলে, গুণতমান কমে গেলে বা বিক্রয়মূল্য কমে গেলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী দায়বহন করবেন।

১২। বিতরণকৃত ঋণের তথ্য অবহিতকরণ ঃ শস্য ক্রয়কালীন মৌসুমে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এবং পরবর্তীতে মাসিক ভিত্তিতে সমিতিভিত্তিক প্রদানকৃত ঋণ এবং বন্ধকীকৃত শস্যের তথ্য সমিতি থেকে মাঠ সহকারীর মাধ্যমে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৩। খাদ্য শস্য বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট সদস্য বন্ধকীকৃত শস্য সমিতির সম্মতিতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী/জুনিয়র অফিসার (মাঠ) কে অবহিত রেখে যে কোন সময় বিক্রয় করতে পারবেন।

খ. খাদ্য শস্য বিক্রয় করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণের অর্থ বাৎসরিক ৮% হারে সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

গ. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্যের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন এবং আংশিক বিক্রয় করা হলে আনুপাতিক হারে ঋণের অর্থ সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করবেন।

১৪। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ঃ

খাদ্য শস্য দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করলে যেমনি গুণগত মান হারায় এবং পরবর্তী ফসল ওঠায় মূল্য কমে যায় ; তাই এ বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য ৬ মাসের বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশে শাখা ব্যবস্থাপক সর্বোচ্চ ০৩ মাস সময় বর্ধিত করতে পারবেন।

১৫। সমিতির যোগ্যতা ঃ

ক. যে সকল সমিতির সদস্যগণের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সন্তোষজনক, সে সকল সমিতির সদস্যগণ এ ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

খ. শস্য ঋণ গ্রহণের পরে ঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০% এর বেশী সদস্যের এরূপ ঋণ খেলাপী থাকলে পরবর্তী মৌসুমে/বছরে উক্ত সমিতির সদস্যগণ এ শস্য ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাবেন না। সেক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করার সাথে সাথে সে সমিতি ঋণ গ্রহণের যোগ্য হবে।

১৬। খেলাপী ঋণ আদায় ঃ

শস্য ঋণ সংগ্রহকারী কোন সদস্য ঋণ খেলাপী হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ বিধিমালা ও ঋণ সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে খেলাপী ঋণ আদায় করা হবে।

১৭। শস্য গোলা নির্মাণ ঃ

ক. প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য নিজ গৃহের মধ্যে বা আঙ্গিনায় শস্য গোলা নির্মাণ করে খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন।

খ. পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে পরিবারভিত্তিকে বা সমাজভিত্তিক শস্য গোলা নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

১৮। বিবিধ ঃ সমাজভিত্তিক খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা জনপ্রিয় করা এবং উৎপাদিত খাদ্য শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সময়ে সময়ে নির্বাহী আদেশ জারী করবেন।

২৯/৫/১৯

মোঃ ইসমাইল মিয়া